ঢাকায় চালু হচ্ছে দেশের সর্ববৃহৎ পাটপণ্য বিক্রয় কেন্দ্র

পাটপণ্যের বহুমুখী উত্পাদন, ব্যবহার ও বিশ্বজুড়ে পরিচিতি বাড়াতে রাজধানীতে চালু হচ্ছে পাটপণ্যের সবচেয়ে বড় বিক্রয় কেন্দ্র। এ লক্ষ্যে ঢাকার বহুমুখী পাটপণ্য সেবা কেন্দ্রটিকে (জেইএসসি) সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাদের বিক্রয় কেন্দ্রে রূপান্তর করা হচ্ছে। ১২ জানুয়ারি কেন্দ্রটি উদ্বোধন করবেন পাট ও বস্ত্রমন্ত্রী ইমাজ উদ্দিন প্রামাণিক। পর্যায়ক্রমে দেশের আরো পাঁচটি শহরে বিক্রয় কেন্দ্র ও কাঁচামাল ব্যাংক চালু করবে জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি)। জেডিপিসি সূত্রমতে, ঢাকা-চট্টগ্রামসহ দেশের ছয়টি জেলায় পাটপণ্য বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র রয়েছে। এছাড়া ঢাকার মানিক মিয়া এভিনিউয়ে বাংলাদেশ জুট রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (বিজেআরআই) ভবনে রয়েছে জেডিপিসির আওতাধীন জেইএসসি কার্যালয়। সংস্থাটির অধীনে পাটপণ্যের কাঁচামাল ব্যাংকের মাধ্যমে স্থানীয় উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন পাটের সামগ্রী বিক্রয় ও পাটের বহুমুখী ব্যবহারের কাঁচামাল সরবরাহ করা হয়। বর্তমানে ঢাকার এ প্রদর্শনী কেন্দ্রকে বহুমুখী পাটপণ্যের একটি পরিপূর্ণ বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্রে রূপান্তর করা হচ্ছে। ঢাকার পর চট্টগ্রামের কার্যালয়টিকেও একইভাবে বিক্রয় কেন্দ্রে পরিণত করা হবে। প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বর্গফুটের এ কেন্দ্রকে পাটপণ্যের প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্রে পরিণত করা হবে। পাশাপাশি সারা দেশের উদ্যোক্তাদের জন্য পাটের প্রয়োজনীয় সব ধরনের কাঁচামাল মজুদ রাখা হবে এখানে। পাটের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতে এরই মধ্যে ৪৫০ জনকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে জেডিপিসি। এসব উদ্যোক্তা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পাটপণ্য উত্পাদন করছেন। তারা বর্তমানে ২৩১ ধরনের পাটপণ্য উত্পাদন করলেও তাদের জন্য নির্দিষ্ট কোনো বিক্রয় কেন্দ্র নেই। এছাড়া প্রচারের অভাবে পাটের বহুমুখী পণ্যের সঙ্গে পরিচয় নেই দেশের সাধারণ মানুষেরও। নির্দিষ্ট বিক্রয় কেন্দ্র না থাকায় ভোক্তারাও পাটের পরিবর্তে বিকল্প পণ্যে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে। ফলে বাজারজাতের সুযোগ সীমিত থাকায় উদ্যোক্তাদের মধ্যে হতাশা কাজ করছে। এ সমস্যা নিরসনে পাটপণ্যের প্রদর্শনী কেন্দ্রগুলোকে বিক্রয় কেন্দ্রে রূপান্তরের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে জেডিপিসি কর্তৃপক্ষ। শুরুতে কেন্দ্রটি প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনের কথা থাকলেও ব্যস্ততার কারণে পাট ও বস্ত্রমন্ত্রী তা ১২ জানুয়ারি উদ্বোধন করবেন। http://bonikbarta.com

এস আলম স্টিলসের প্রান্তিক ইপিএস ৩১ পয়সা

চলতি হিসাব বছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে (অক্টোবর-ডিসেম্বর) এস আলম কোল্ড রোল্ড স্টিলস লিমিটেডের শেয়ারপ্রতি আয় (ইপিএস) হয়েছে ৩১ পয়সা, আগের বছর একই সময়ে যা ছিল ২২ পয়সা। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে জানা গেছে, ৩১ ডিসেম্বর কোম্পানিটির শেয়ারপ্রতি নিট সম্পদমূল্য (এনএভিপিএস) দাঁড়ায় ১৯ টাকা ৯৪ পয়সা। এদিকে চলতি হিসাব বছরের প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) এস আলম স্টিলসের ইপিএস হয়েছিল ১৯ পয়সা, আগের বছর একই সময়ে যা ছিল ২৯ পয়সা। জুন ক্লোজিংয়ের বাধ্যবাধকতায় এবার নয় মাসে হিসাব বছর গণনা করেছে এস আলম স্টিলস। ২০১৬ সালের ৩০ জুন নয় মাসে সমাপ্ত হিসাব বছরে এর ইপিএস হয়েছে ১ টাকা ৮ পয়সা। ৩০ জুন কোম্পানির এনএভিপিএস দাঁড়িয়েছে ১৯ টাকা ৪৪ পয়সা। এ সময়ের জন্য ১০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদ। ২০১৫ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর সমাপ্ত হিসাব বছরের জন্য ১৫ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দেয় এস আলম কোল্ড রোল্ড স্টিলস। তখন কোম্পানির ইপিএস ছিল ১ টাকা ২৩ পয়সা। http://bonikbarta.com

মিউচুয়াল ফান্ডে নিট সম্পদমূল্য বেড়েছে ৮.১%

বিভিন্ন দেশের শেয়ারবাজারে মিউচুয়াল ফান্ড সবচেয়ে ভরসার জায়গা হলেও বাংলাদেশে বরাবরই এর ব্যতিক্রম লক্ষ করা গেছে। শেয়ারবাজারে মন্দাভাবের কারণে দীর্ঘদিন ধরেই ঘুরে দাঁড়াতে পারছিল না এ খাত। তবে সাম্প্রতিক সময়ে বেশ ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ করা গেছে মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ও মুনাফার ক্ষেত্রে। ২০১৬ সালে শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত ৩৪টি মিউচুয়াল ফান্ডের নিট সম্পদমূল্য (এনএভি) ৮ দশমিক ১ শতাংশ বেড়েছে, যেখানে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ব্রড ইনডেক্স ডিএসইএক্স ৮ দশমিক ৮ শতাংশ বেড়েছে। গেল বছর মিউচুয়াল ফান্ডে নগদ লভ্যাংশ দেয়ার হারও বেড়েছে।বার্ষিক চিত্র পর্যালোচনায় দেখা যায়, মোট ৩৪টি ফান্ডের মধ্যে ২০১৬ সালে ২৩টি মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগকারীদের নগদ লভ্যাংশ দিয়েছে। এ সময় ১৭৪ কোটি টাকার নগদ লভ্যাংশও পেয়েছেন বিনিয়োগকারীরা।শীর্ষস্থানীয় স্টকব্রোকার লংকাবাংলা সিকিউরিটিজের এক পর্যালোচনা প্রতিবেদনে দেখা যায়, ২০১৬ সালে নগদ লভ্যাংশ

প্রদানে সম্পদ ব্যবস্থাপক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সবচেয়ে এগিয়ে ছিল এলআর গ্লোবাল। প্রতিষ্ঠানটি ৫৯ কোটি ১০ লাখ টাকার নগদ লভ্যাংশ দিয়েছে। লভ্যাংশ প্রদানে দ্বিতীয় স্থানে থাকা ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশ দিয়েছে ৫৪ কোটি টাকা। এর বাইরে এইমস ২৩ কোটি ৯০ লাখ, ভিআইপিবি ২০ কোটি, এটিসি ৮ কোটি, ভ্যানগার্ড ৭ কোটি ৮০ লাখ ও এসইএমএল দিয়েছে ১ কোটি ২৮ লাখ টাকা।তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত ৩৪টি ফান্ডের মধ্যে ২০১৬ সালে নগদ লভ্যাংশ দিয়েছে ৬৮ শতাংশ মিউচুয়াল ফান্ড। একক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইউনিটের বিপরীতে সবেচেয়ে বেশি নগদ লভ্যাংশ দিয়েছে আইসিবি ফার্স্ট এনবিআর মিউচুয়াল ফান্ড। ২০১৬ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত হিসাব বছরে এর প্রতিটি ইউনিটের বিপরীতে ৩ টাকা ৫০ পয়সা লভ্যাংশ পেয়েছেন বিনিয়োগকারীরা। বছর শেষে এর ডিভিডেন্ড ইল্ড দাঁড়িয়েছে ১৬ দশমিক ৮ শতাংশ। প্রতি ইউনিটের বিপরীতে এনএলআই ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড ১ টাকা ৪০ পয়সা নগদ লভ্যাংশ দিয়ে রয়েছে দ্বিতীয় স্থানে। আর আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক ফার্স্ট ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ড ইউনিটপ্রতি ১ টাকা ৩০ পয়সা নগদ লভ্যাংশ দিয়ে রয়েছে তৃতীয় স্থানে। বছর শেষে এ ফান্ডের ডিভিডেন্ড ইল্ড ১৬ শতাংশ। আর আইএফআইএল ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ড ইউনিটের বিপরীতে লভ্যাংশ দিয়েছে ১ টাকা হারে। http://bonikbarta.com

যুক্তরাষ্ট্রের কর্মসংস্থানে মন্থরগতির প্রবৃদ্ধি

২০১৬ সালের ডিসেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের কর্মসংস্থানে প্রবৃদ্ধির গতি ছিল মন্থর। এক প্রতিবেদনে জানা যায়, শ্লথ প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও বেকারত্বের নিম্নহার ও শক্তিশালী শ্রমবাজার যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জন্য সহায়ক হবে। খবর এএফপি। গত বছর ডিসেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রে ১ লাখ ৫৬ হাজার কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তবে এ হার পূর্বাভাসের তুলনায় কিছুটা কম। ডিসেম্বরে ১ লাখ ৭৫ হাজার নতুন কর্মসংস্থানের পূর্বাভাস দিয়েছিল দেশটি। যুক্তরাষ্ট্রের কর্মসংস্থানের এ পরিবর্তনে সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়েছে কৃষিবহির্ভূত খাতগুলো। গত তিন মাসে এ খাতে যুক্ত হয়েছে ১ লাখ ৬৫ হাজার নতুন কর্মী। ডিসেম্বরে দেশটিতে বেকারত্বের হার ৪ দশমিক ৭ হয়েছে। তবে হঠাত্ করে বেকারত্বের হার কমায় নভেম্বরে তা ৪ দশমিক ৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছিল, যা প্রায় এক দশকে দেশটির সর্বনিম্ন বেকারত্ব হার ছিল। এ পরিসংখ্যানের মাধ্যমে বিদায়ী প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার সময়কালে যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমবাজারের সর্বশেষ প্রকৃত দৃশ্য তুলে ধরা হয়। তিনি তার উত্তরসূরির জন্য কী রকম অর্থনীতি রেখে যাচ্ছেন, তাই এ প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০১৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ২২ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে, যা আগের বছরের তুলনায় কম। ২০১৫ সালে মার্কিনমুলুকে ২৭ লাখ নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। http://bonikbarta.com

শীতকালীন মজুদ গড়ে বিপাকে পরিবেশকরা

সয়াবিন তেলের শীতকালীন মজুদ গড়ে বিপাকে পরিবেশকরা। বাড়তি চাহিদার সম্ভাবনায় পণ্যটির আগাম মজুদ করে রেখেছিলেন তারা। কিন্তু শীতের প্রকোপ সেভাবে দেখা না দেয়ায় পণ্যটির চাহিদায় তেমন কোনো হেরফের দেখা দেয়নি। ফলে কম দামেই পাইকারদের তা সরবরাহ করতে বাধ্য হচ্ছেন তারা। পাইকাররা কম দামে পণ্যটি সংগ্রহ করতে পারলেও ভোক্তা পর্যায়ে এর কোনো সুফল পাওয়া যাচ্ছে না। এর কারণ হিসেবে পাইকারদের নানা অজুহাতে পণ্যটির দাম না কমানোর বিষয়টিকে চিহ্নিত করেছেন সংশ্লিষ্টরা।জানা গেছে, রাজধানীর বাজারে পরিবেশক পর্যায়ে এক সপ্তাহের ব্যবধানে সয়াবিন তেলের দাম কমেছে মণপ্রতি ২০০ টাকা। এর পরও পাইকারি পর্যায়ে দামে কোনো হেরফের দেখা যায়নি। ফলে খুচরা বিক্রেতারাও পণ্যটি বিক্রি করছেন আগের দামেই। এ কারণে পরিবেশক পর্যায়ে দাম কমলেও এর সুফল পাননি ভোক্তারা।বাংলাদেশ ভোজ্যতেল ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী ভুট্টো বণিক বার্তাকে বলেন, শীতকালে বাড়তি চাহিদার সম্ভাবনায় অনেকেই সয়াবিন তেল সংগ্রহে রেখেছিলেন। কিন্তু এ বছর শীত না থাকায় ব্যবসায়ীরা তা বাজারে ছাড়তে শুরু করে দিয়েছেন। এতে সরবরাহ বেড়ে গিয়ে পণ্যটির দাম কমছে। যেসব পরিবেশক এ বছর প্রচুর মজুদ রেখেছিলেন, তাদের বিপুল অংকের টাকা লোকসান গুনতে হবে।জানা গেছে, এক সপ্তাহ আগে রাজধানীর মৌলভীবাজারের পরিবেশক পর্যায়ে প্রতি মণ (৩৭ কেজি ৩২০ গ্রাম) সয়াবিন তেলের দাম ছিল ৩ হাজার ৩২০ থেকে ৩ হাজার ৩৩০ টাকা। বর্তমানে তা বিক্রি হচ্ছে ৩ হাজার ১২০ থেকে ৩ হাজার ১৩০ টাকায়। http://bonikbarta.com

রাজস্ব ঘাটতি থাকবে ৪০ হাজার কোটি টাকা

আগেরবারের অভিজ্ঞতা বলছে, এ বছরও রাজস্ব আদায়ে বড় ধরনের ঘাটতি থাকবে। বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) পূর্বাভাস, চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে রাজস্ব ঘাটতি থাকবে ৪০ হাজার কোটি টাকা। এ ছাড়া বছরের মাঝে এসে বাজেটে বড় ধরনের সংশোধন করতে হবে বলে মনে করে সিপিডি। গতকাল শনিবার ব্র্যাক ইন সেন্টারে অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি নিয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য তুলে ধরেন সংস্থাটির সম্মানীয় ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। সিপিডির নির্বাহী পরিচালক

মোস্তাফিজুর রহমান, গবেষণা পরিচালক ড. ফাহমিদা খাতুন, গবেষণা ফেলো তৌফিকুল ইসলাম খান, অতিরিক্ত গবেষণা
http://www.kalerkantho.com